সেক্টরশিক্ষা [শেষ চালচিত্র] ... ই দুই ...

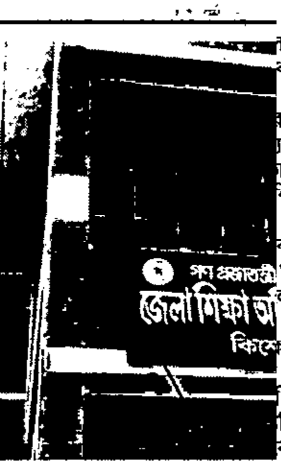

কিশোরগঞ্জ জেলা শি

। তার আগের জেলা
তান মিয়া ছিলেন ঠিক
ক শিক্ষকের সঙ্গে কথা
সুলতান মিয়া ছিলেন
র কারণে অনেক শিক্ষক
া হয়েছেন। আর বদলি
ান মিয়া লাখ লাখ টাকা
শিক্ষকদের কাছ থেকে।
বিভিন্ন উপজেলা থেকে
ক ২৫ হাজার টাকার
অর্ধশতাধিক শিক্ষককে
ল বদলি করে এনেছেন

কি স্কুলগুলোতে সহায়ক
নামে প্রতি বছরই লাখ
ণিজ্য চলে। সংশ্লিষ্ট
মিতির নেতাদের মোটা
নজ করে পাঠ্য করা হয়
ই। এ ক্ষেত্রে জাতীয়
পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের
য়ক বই পাঠ্য করার
র সহায়ক বই পাঠ্য করাতে ফোরাত মানা হয় না। আর
পাবলিকেশন্স ছয় লাখ টাকা ঘুষ পাঠ্য করা এসব মানহীন
পাকুন্দিয়া উপজেলা শিক্ষক এনসিটিবির চেয়ে তিনগুণ,
কে। এছাড়া পুঁথি নিলয় কিনতে বাধ্য হন
কেশন্স হোসেনপুর উপজেলা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে,

কিশোরগঞ্জ
থেকে শুরু
দুর্নীতিতে
দুর্নীতিবাজ
জিম্মি হয়ে

শুধু নামেই।
লয়ে ভর্তি
ত এমনকি
দিতে হয়
র্তি ফি নেয়া
ামের স্কুলে
াম প্রকাশে
এ ব্যাপারে
ন্ডের নামে
অভিভাবক
করলে তার
হয়- এমন
র। আর সে
শিক্ষকদের
ত বাধ্য হন।
গত বছর সুমল কুমার
ব্রাদার্স পর থেকে
দিয়েছেন অভিযান
সমিতি অভিযোগে
পাবলিক শাস্তিমূলক

ব্যবস্থাও নিয়েছেন
শিক্ষা অফিসার সু
তার উল্টো। অনে
বলে জানা গেছে,
টাকার পাগল। তা
দুর্নীতি করতে বাধ
বাণিজ্য করে সুলত
হাতিয়ে নিয়েছেন
শুধু হাওর অঞ্চলের
জনপ্রতি ২০ থে
বিনিময়ে কমপক্ষে
সদরের বিভিন্ন স্কু
তিনি।
অন্যদিকে মাধ্যমি
বই পাঠ্য করানো
লাখ টাকার বা
এলাকার শিক্ষক স
অঙ্কের টাকায় ম্যা
মানহীন সহায়ক
শিক্ষাক্রম ও
(এনসিটিবি) সহা
বিধান থাকলেও
টাকার বিনিময়ে
সহায়ক বই এনসি
চারগুণ দামে
অভিভাবকরা। স

সাইফউদ্দীন আহমেদ লেনিন
কিশোরগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষা
করে কলেজ পর্যায় সর্বত্রই
চাসা। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীরা
আছে।
বিনামূল্যের প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ
থেকে শুরু করে বই পে
পরীক্ষার সময়ও বাড়তি ফি
শিক্ষার্থীদের। শহরের স্কুলে ভ
হয় ১০০ থেকে ২০০ আর
নেয়া হয় ৫০ টাকা করে।
অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক
জানান, অনেক স্কুলে কল্যাণ
অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয়।
কর্তৃক এসবের প্রতিবাদ
সন্তানকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা
অভিযোগ অনেক অভিভাবকে
কারণেই সন্তানদের প্রতি
সুদৃষ্টির আশায় তারা টাকা দিে
তবে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
বড়ুয়া এ জেলায় যোগদানের
এসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরু
চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন
অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিনি

রর কার্যালয় শিক্ষা অফিসা

ছ সাড়ে তি ঘুষ দিয়ে সমিতিকে
জেলা শিক্ষতপুর উপাকা, বাজি
ঘুষ দিয়েলাখ টাকা কে দুই
কটিয়াদীলিকেশন্স ।ন্সড পাব
লাখ আদিয়েছে তি প্রকাশনী

শিক্ষক
লাখ ট
সমিতি
অ্যাডভ
মৌসুমী

সা ... তে ঠানম্বারি

য়ে তিন-চারগুণ বাড়তি
পূরণ এখন রেওয়াজে
। এমনকি উপবৃত্তির
ও শিক্ষার্থীদের ঘুষ দিতে
ছর টিআইবির জরিপ
এসেছে। তাছাড়া অনেক
ভর্তির সময় ১০০ টাকা
বিক্রি করে আদায়কৃত
াট করা হয়।
। প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষা
নজিং কমিটি গঠনের
া নীতিমালা না থাকায়
নীতিবাজরা নেতৃত্বের
লে শিক্ষকরাও তাদের
ম্মি থাকেন।
্য করাতে অনিয়ম ও
ীকার করে জেলা শিক্ষা
ন অর রশিদ বলেন, এ
র্যায়ে শিক্ষা অফিসারের
দন্ত টিম রয়েছে। তারা
না তা তিনি বলতে
জানান। কারণ হিসেবে
তিনি নতুন এসেছেন।
ম পূরণে অতিরিক্ত ফি
নি জানান, আগামীতে এ
র ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শনী দিয়েছে
ছরও বিভিন্ন
কে মোটা
সহায়ক বই
গেছে।
া জানান,
ীরা ৪০ ভাগ
৬০ ভাগের
কোম্পানির

ত বই ছাড়া
ন্যান্য বই
টি প্রায় পাঁচ
করার কাজ
ফাঁকি দিয়ে
তকে ঘুষের
বই পাঠ্য

র্যায়ে সেশন
ত্যাদি খাত
শিক্ষার্থীদের
াড়তি টাকা।
ক্ষার আগে
মে ধার্য করা
এসএসসি ও
সময় বোর্ড

নির্ধারিত ফির চে
টাকা দিয়ে ফরম
পরিণত হয়েছে
আওতায় আসতে
হয়, যা গত ব
রিপোর্টে বেরিয়ে
স্কুল ও কলেজে
করে ভর্তির ফরম
পুরো টাকাই লুটপ
অনেক শিক্ষক এ
প্রতিষ্ঠানের ম্যা
ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোনে
অশিক্ষিত ও দু
সুযোগ পাচ্ছে। য
কাছে অনেকটা জি
সহায়ক বই পাঠ
দুর্নীতির বিষয়টি
অফিসার মোঃ হা
বিষয়ে উপজেলা
নেতৃত্বে একটি ত
বিষয়টি দেখে বি
পারবেন না বলে ন
বলেন, এ জেলায়
আর ভর্তি ও ফরম
নেয়ার বিষয়ে তিনি
ব্যাপারে তদন্ত করে

ইটনা উপজেলা পুঁথিপত্র প্রক
দেড় লাখ টাকা ঘুষ। এ ব
উপজেলায় শিক্ষক সমিতি
অঙ্কের টাকায় ম্যানেজ করে
পাঠ্য করা হয়েছে বলে জানা
এসব ব্যাপারে শিক্ষক
এনসিটিবির বই থেকে শিক্ষা
সহযোগিতা পায়। বাকি
স্বনির্ভর করতে হয় বিভিন্ন
বইয়ের ওপর।
জেলা পর্যায়ে বোর্ড নির্ধারি
মাধ্যমিক স্তরের অন
পাঠ্যকরণবিষয়ক একটি কমি
বছর ধরে সহায়ক বই পাঠ্য
করছে। অথচ এ কমিটিকে
প্রতি বছরই শিক্ষক সমিতি
বিনিময়ে মানহীন সহায়ক
করাচ্ছে বই প্রকাশনীগুলো।
এদিকে মাধ্যমিক ও কলেজ প
ফি, অন্যান্য ও বিবিধ খ
দেখিয়ে শিক্ষকরা প্রতি বছর
কাছ থেকে আদায় করছেন ব
স্কুলগুলোতে এসএসসি পরী
বাধ্যতামূলক কোচিংয়ের নাম
হয় মোটা অঙ্কের টাকা।
এইচএসসির ফরম পূরণের